শীতকাল

a”e G I

উপন্যাস

আমার খুব অসুখ করেছিল একবার। আট-নয় বছর আগে। হেপাটাইটিস-বি জন্ডিস।

ধরা যখন পড়ল বিলোরুবিন উনত্রিশ।

আমি মরে যেতে পারতাম।

অনাদি হাসনাত মরে গেছে।

মহসিন রেজা মরে গেছে।

তাদেরও জন্ডিস হয়েছিল। এবং তাদের অকালমৃত্যুর সংবাদ ছাপা হয়েছিল পত্র-পত্রিকায়। -'কবি অনাদি হাসনাত আর নেই।'- 'গল্পকার মহসিন রেজা আর নেই।'

আমি কবি নই গল্পকার নই। আমি মরিনি। মরে গেলে? কী হতো? আমি আর নেই ছাপা হতো পত্রিকায়? অন্তত আমাদের পত্রিকায়?- ছাপা হতো।

কী লিখত তারা?

॥ দুই ॥

আমার জন্ডিস ছিল একমাস কিছুদিন।

দৃশ্যগতভাবে মনোটনাস, দিন গেছে রাত্রি গেছে।

ঘরের হলদে দেয়াল, নীল রঙের পর্দা আর জানালা খুলে দিলে আকাশ- কখনো মেঘলা, কখনো রোদময়- এছাড়া কিছু আমি অনেকদিন দেখিনি- কোনো দৃশ্য। বই পড়েছি মাসুদ রানা সিরিজ। আর একটা গান শুনেছি অনেকবার।- পরদেশী মেঘ যাওরে ফিরে। এই গানটা শুনত সায়ন্তী। তিনতলার হায়াতউদ্দিন সাহেবের মেয়ে। সে তখন পড়ত এইট কি নাইনে। মাত্র তার লাবণ্য ফুটেছে। সে কেন এমন একটা গান শুনত? কেন যে শুনত। এতোবার শুনে শুনে আমারই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল গানটা। এবং আমি হলাম রিকশা-সিঙ্গার । রিকশায় বসে মনের আনন্দে গান গাই। 'দূরে কোথায় দূরে দূরে...' গাই। 'চারা গাছে ফুল ফুইটাছে' ... গাই, 'কান্ট্রি রোড টেইক মি হোম' গাই। গাই সায়ন্তীর 'পরদেশী মেঘ' ও। মনে পড়ে যেদিন। সায়ন্তী কি এখনও শুনে এই গানটা?- বলতে পারব না। সে এখন পড়ে ইকোনমিক্সে। এমফিল করছে। দুই বছর আগে বিয়ে করেছে তাদের ডিপার্টমেন্টের এক অধ্যাপককে। হায়াতউদ্দিন সাহেবের অমতে। হায়াতউদ্দিন সাহেব এখনও নমনীয় হননি। কোনোদিনই হবে না মনে হয়। ইকোনমিক্সের অধ্যাপক সাহেব সায়ন্তীর দ্বিগুণ না, ত্রিগুণ বয়সী হবেন।- উচিতকালে বিবাহ করিলে তাহার সায়ন্তীর বয়সী কন্যা থাকিত।- হায়াতউদ্দিন সাহেব মেনে নেবেন কেন?

সায়ন্তীর এখনও বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি। সে আর বাপের বাসায় আসে না। হায়াতউদ্দিন সাহেব কন্যাকে তার চোখের সীমানায় নিষিদ্ধ করেছেন। বিপদ হয়েছে এখন ছোট মেয়েটার ! অবন্তী। কঠিন নজরদারির মধ্যে সে আছে। ফোন ধরতে দেয়া হয় না। কোথায়ও যেতে দেয়া হয় না। স্কুলে দিয়ে আসেন হায়াতউদ্দিন সাহেব, নিয়ে আসেন হায়াতউদ্দিন সাহেব। কখনো হায়াতউদ্দিন সাহেব বাসায় না থাকলে সায়ন্তীকে ফোন করে অবন্তী।- এই সমস্ত তথ্য আমাকে অবগত করে আমার বুয়া। এ ছাড়া অবন্তী এসেছিল একদিন, আমার ফোন থেকে এক মিনিট মাত্র কথা বলেছিল সায়ন্তীর সঙ্গে। সেদিন হায়াতউদ্দিন সাহেব বাসায় ছিলেন না এবং ল্যান্ডফোন ডেড ছিল তাদের। এই হলো ইতিহাস- সায়ন্তীর ফোন নাম্বার আমি কিরূপে পাইলাম?

তারপর একদিন কোনো কারণ নেই, আমি সায়ন্তীকে ফোন করলাম। সায়ন্তীর জামাইয়ের একটা লেখা সেদিন ছাপা হয়েছে আমাদের পত্রিকায়। অর্থনৈতিক লেখা। আমি এই সব লেখা পড়ি-উড়ি না। তারপরও সায়ন্তী যখন ফোন ধরল বললাম, ' তোর জামাইয়ের লেখাটা পড়লাম।'

সায়ন্তী ঠান্ডা গলায় বলল, 'আপনি কে?'

আমি বললাম, ' শালা লুইস! এইসব কী লিখে বলতো?'

'আপনি কে?'

'শালা দালাল! এনজিওর এজেন্ট। ধরব একদিন!'

'আপনি কে?'

' মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক।' বলে আমি ফোন রেখে দিলাম। আমার খুবই আনন্দ হলো। রিকশা- সিংগিঙের মতো আনন্দ। তারপর থেকে কখনো কখনো আমি ফোন করি সায়ন্তীকে। অনেকদিন পর পর। এবং আজেবাজে কোনো কথা বলি না, উল্টো পাল্টা অনেক কথাবার্তা বলি। অথচ এইসবের কোনো মানেই হয় না। কেন হবে? আমি সায়ন্তীকে ফোন করি কেন? কোনো রকম দুর্বলতা থেকে?- না। কোনো রকম দুর্বলতা থেকেই নয়? -না। তবে?

জন্ডিসের সময় হায়াতউদ্দিন সাহেব একদিন আমাকে দেখতে এসেছিলেন। তিনি আর তাঁর দুই কন্যা। সায়ন্তী ও অবন্তী। লাবণ্যময়ী কিশোরী সায়ন্তী আর খুবই ছোট মানুষ অবন্তী। তারা ছিল আধঘন্টা মতো। হায়াতউদ্দিন সাহেব অনেক কথা এবং অবন্তী কিছু কথা বলেছিল। সায়ন্তী একটা কথাও বলেনি। আমিও তাকে কিছু বলিনি।- সেই দিন না, কোনোদিন না, সায়ন্তীর সঙ্গে কখনোই আমার সরাসরি কোনো কথাবার্তা হয়নি। অনেকদিন পর পর ফোন করি যখন, সায়ন্তী কোনোদিনই আমার গলা ধরতে পারে না। যেমন একদিন আমি ফোন করে বললাম 'সায়ন্তী বলছেন?'

সায়ন্তী বলল, 'বলছি, আপনি?'

আমি বললাম, 'আমি সরয়ার ফারুকী।'

'জি?'

'আমি মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।'

'ও। আলী তো বাসায় নেই।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম 'টি. আলি কাঁথার তালি।' সায়ন্তীর জামাই টি. আলী। সায়ন্তী বলল, 'জি?'

আমি বললাম, 'আমি আসলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই একটু।'

'জি বলুন।'

'আপনি কি ব্যাচেলর দেখেছেন?'

'জি।'

'আমি আরেকটা ছবি বানাচ্ছি।'

'মেইড ইন বাংলাদেশ?'

'আপনি তো ভালো খবর রাখেন দেখছি। আচ্ছা তাহলে আপনাকে বলি, মেইড ইন বাংলাদেশের পরপরই আমি আরেকটা ছবি বানাবো। বি টি ভি।'

'বিটিভি?'

'বিটিভি না, বি টি ভি।' আমি বললাম, ' বি ফুলস্টপ, টি ফুলস্টপ, ভি ফুলস্টপ। বি টি ভি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।'

'ও।'

'আপনি কি তরুণীর রোলটা করবেন?'

'কী? আমি'

'চমকাচ্ছেন কেন? আপনি পারবেন। টি. আলি কাঁথার তালিও পারবে।'

'কী?'

'আপনার হাজব্যান্ড। বৃদ্ধের রোলটা-'

'আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?'

'না রসিকতা কেন করব? রসিকতা কেন করব? বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, আপনি আর আপনার হাজব্যান্ড-'

'আপনি মোস্তফা সরয়ার ফারুকী না।' বলে ফোন রেখে দিল সায়ন্তী।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা।

আমাদের অফিস তের তলায়। কাচের জানালার ধারে দাঁড়ালে ঢাকা শহরের অনেকটুক দেখা যায়। আমার ডেস্কই জানালার ধারে। কাজ না থাকলে আমি ঢাকা শহর দেখি। যানজট উদ্যান পিপীলিকা লোকজন।- একদিন দেখলাম জারুল ফুল ফুটেছে। রমনা পার্ক...?- রমনা পার্কে। গাছপালার নানা শেডের সবুজের মধ্যে হালকা পার্পল রঙের জারুলের ফুল। দুপুরের রোদে মায়াবী দেখাচ্ছে। এই ফুলের ছবি আঁকে না আর্টিস্টরা? দেখিনি কখনো। জলরঙে যদি আঁকত কেউ আহারে! আমি একটু নস্টালজিক হলাম এবং লুবনাকে ফোন করলাম। লুবনা কি এখন জারুল ফুল দেখবে? এছাড়াও কিছু কথা ছিল বলবার। কিন্তু লুবনা ফোন ধরল না। ফোন ধরল টিসা। লুবনার বড় বোন। আমি 'হ্যালো' বলতেই সে যথাসাধ্য কঠিন গলা করে বলল, ' লুবনা বাসায় নেই।'

আমি বললাম, 'ও।'

টিসা বলল ' লুবনাকে কেন দরকার?'